“ভালোবাসার পংক্তিমালা”

তা নি সা তা স ফি য়া

সাহিত্য এমন এক জগৎ, যেখানে আবেগ, অনুভূতি আর কল্পনার ডানায় ভর করে একজন মানুষ ছুঁয়ে যেতে পারে অসীমের সীমানা। সেই সাহিত্যিক পথচলার এক নিঃসন্দেহ শুভ সূচনা হলো নবীন লেখিকা তানিসা তাসফিয়া-র একক কাব্যগ্রন্থ “ভালোবাসার পংক্তিমালা”।

এই বইয়ের প্রতিটি কবিতায় ভালোবাসার একেকটি রঙ, একেকটি স্পর্শ, একেকটি ক্ষত এবং একেকটি পূর্ণতার গল্প আছে। ভালোবাসা এখানে শুধুই রোমান্টিক আবেগে সীমাবদ্ধ নয়—এখানে রয়েছে আত্মার কথোপকথন, হৃদয়ের ভাষা, জীবনের ছায়া। একজন নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর কলমে এতটা পরিণত ও সুনিপুণ প্রকাশ সত্যিই বিস্ময় জাগায়।

আমরা, ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী পরিবার, তানিসা তাসফিয়া’র এই সাহসী ও সংবেদনশীল আত্মপ্রকাশে গর্বিত। নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্যচর্চার এমন আগ্রহ আমাদের ভবিষ্যতের সাহিত্যভবনের প্রতি আশা জাগায়। একজন লেখক যখন নিজের ভেতরের অনুভবকে শব্দে রূপ দেন, তখন তা কেবল কবিতা নয়—তা হয়ে ওঠে সময়ের দলিল, একজন পাঠকের আত্মার আয়না। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠকের হৃদয়ে এই পংক্তিমালা ছুঁয়ে যাবে এক অনির্বচনীয় স্পর্শ নিয়ে।

—প্রকাশক,
ইছাশক্তি প্রকাশনী

ভালোবাসার পংক্তিমালা

তানিসা তাসফিয়া

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-29008-7-7

ভালোবাসার পংক্তিমালা

তানিসা তাসফিয়া

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উৎসর্গ

আমার কল্পরাজ্যের অভিরাজপুত্র'কে
যার আবির্ভাবে
লেখায় ফুঁটে উঠেছে হাজার স্তবক কবিতা।

ভূমিকা

ভালোবাসা—একটি অনুভব, একান্ত ব্যক্তিগত আবার একইসাথে সর্বজনীন। মানুষের জীবনের সবচেয়ে শাশ্বত, সবচেয়ে গভীর এবং সবচেয়ে আলো-ছায়াময় অনুভূতিটির নাম ভালোবাসা। এই ভালোবাসাই কখনো রূপ নেয় আনন্দে, আবার কখনো তা ভর করে শূন্যতা, বেদনা কিংবা বিচ্ছেদের প্রহরে। সেই অনুভবগুলোই শব্দে, ছন্দে, উপমায় রূপ নিয়েছে এই সংকলনের প্রতিটি কবিতায়।

“ভালোবাসার পংক্তিমালা” একগুচ্ছ হৃদয়স্পর্শী কবিতার সংকলন—যেখানে প্রেমিকের দীর্ঘশ্বাস, প্রেয়সীর অপেক্ষা, চিঠির মতো আবেগ আর চোখের ভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এ কাব্যগ্রন্থে যেমন রয়েছে প্রথম প্রেমের লাজুকতা, তেমনই আছে হৃদয়ভাঙা রাতের নিঃসঙ্গতা। রয়েছে অপ্রাপ্তির হাহাকার, আবার মধুর স্মৃতির কোমল ছায়া। এই সংকলনের প্রতিটি কবি তাঁর নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব ছন্দ এবং নিজস্ব অনুভব দিয়ে ভালোবাসাকে ব্যাখ্যা করেছেন। কোনোটি সরল, কোনোটি গভীর; কোনোটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, আবার কোনোটি নিঃশব্দে মুগ্ধ করে। প্রেমের বহুমাত্রিক রূপ, সময়ের পরতে পরতে যে পরিবর্তন ঘটে, তা এই সংকলনের পাতায় পাতায় অনুরণিত হয়েছে।

এই কাব্যগ্রন্থ কেবল প্রেমের কাব্য নয়, এটি একেকটি হৃদয়ের ডায়েরি, যেখানে ভালোবাসা লিখিত হয়েছে অশ্রুজলে, হাসিতে, স্মৃতিতে আর অপেক্ষার দীর্ঘ পথচলায়।

পাঠকপ্রিয়তা বা সমালোচনার সীমা ছাড়িয়ে, এই সংকলন যদি কারো হৃদয়ের গভীরে একটুখানি ভালোবাসার ঢেউ তোলে—তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থক হবে।

সূ|চি|প|ত্র

বিঘোষিত প্রতিজ্ঞা	৮	২৯	শেষ রাতের কল্পনা
তুমি কি জানো?	১০	৩১	তুমি জানো নি!
আষাঢ়ের তুমি	১২	৩২	উন্মুক্ত পাখি
তুমি বলো তা	১৪	৩৩	অনন্ত বৃষ্টি
নির্বাক রজনী	১৬	৩৪	সব ছেড়ে যে আসতে পারে
কোনো একদিন	১৭	৩৫	তুমিহীন
কবিতার কান্না	১৮	৩৬	আমি ডাকি তোমায়
শেষ বৃত্তান্ত	১৯	৩৭	একশত বছরের প্রাবৃট
স্পৃহা	২০	৩৮	তুমি
তুমি হয়ে যাও	২১	৩৯	চিরচেনা
বসন্তের সুগন্ধ	২২	৪০	কেউ পায় না
তুমি চলে এসো	২৩	৪২	যদি না পাই তোমায়
বিষন্নতা	২৪	৪৩	অশ্রুবর্ষণ
ভালোবাসা	২৫	৪৪	অয়োময় হৃদয়
তুমি আসবে বলে	২৬	৪৫	যদি কখনো
তোমায় করলাম ত্যায্য	২৭	৪৬	তুমি ভালো আছো
অন্তঃকথা	২৮	৪৭	ঝুম বৃষ্টি

শেষ বৃত্তান্ত

আজ এই ক্ষণে ক্ষণে,
আমায় তুমি রেখো মনে।
আজ এই জলডুবিতে,
তুমিও কি চাওনা ফিরিতে।

আজ এই মেঘলাকাশে,
তুমি এসো সুখে আভাসে।
আজ এই ক্লান্ত দুপুরে,
তোমার জন্য এই মন পুড়ে।

আজ এই পুরনো কথায়,
বিদায় নিলাম স্মৃতির পাতায়।
আজ এই বিশাল সিদ্ধান্তে,
বুক ভরেছে দুঃখ ভারাক্রান্তে।

ধরাতলের নিয়ম ভেঙে দিয়ে,
চলেছি ছুটে উল্টো দিক দিয়ে।
আজ এই হৃদয়টুকরো যেন,
তোমায় ভুলতে চাইছে কেন?

আজ এই গোধূলি বিকেলে,
আর ফেরা হবে না সেকালে।
আজ এই নিদ্রাচুরির রাতে নির্দ্বিধায়,
তোমায় এই মন থেকে দিলা বিদায়।

বিষন্নতা

ক্ষনিকের এই ভালোবাসার যুগে,
আমার খাঁটি ভালোবাসা কে বোঝে!
বোঝাতে চাইলে ব্যর্থতারা,
কাছে আসার সুযোগ খোঁজে!

আজ এতো এতো মিথ্যাচার,
এতো অভিনয়!
আজ বৃষ্টি শেষেও মেঘ যায় না,
মনেতে তাই ক্ষয়!

আজ এতো লোকের ভিড়েতে,
শুধু তোমাকেই খুঁজে ফিরি!
আজ এতো অস্থির তাপদাহে,
নামে বৃষ্টি ঝিরিঝিরি!

আজ এতো ক্লান্তিকর শেষ রাতে,
দু-চোখে নেই আধো ঘুম!
এতো জোছনা আলো থেকেও,
মনেতে আঁধার মরশুম।

সব ছেড়ে যে আসতে পারে

ঝরনাধারা ঝরতে থাকে,
উঁচু পাহাড়ের মধ্য ফাঁকে!
অসীম পাড়ে পাড়ি দিয়ে,
ভিজবো বলে সেথায় গিয়ে!

টুপটাপ এই বৃষ্টি ফোঁটারা,
পাহাড় বেয়ে নামছে তারা!
ক্ষণে ক্ষণে ধেয়ে আসে,
উতাল ঢেউ পাঁয়ের কাছে!

ঘন-কালো মেঘেদের ভেলায়,
হাওয়ারা মেতেছে আজব খেলায়!
আষাঢ়-শ্রাবণে পাহাড় চুড়ায়,
দাঁড়িয়ে যত ভাবনা কুড়ায়।

ঝিরিঝিরি সুখ বৃষ্টির সাথে,
কার মন আজ আমার হাতে?
পাহাড় সীমানায় দাঁড়িয়ে,
নিজ দুটি হাত বাড়িয়ে,
চিৎকার করে ডাকবো তারে,
সব ছেড়ে যে আসতে পারে!

চিরচেনা

তোমার ঐ মুখের পাড়া,
আমায় করে দিশেহারা!
তোমার ঐ চোখজোড়া,
দেখে হয়না এ-মন ভরা!

তোমার ঐ শুষ্ক ঠোঁট,
ছোঁয়া না পেলে মনে চোট!
তোমার ঐ অগোছালো চুল,
চিনতে কভু করিনা ভুল!

শ্যামলা তোমার ঐদুটি হাত,
সেই হাতে হাত রেখেই হোক প্রভাত!
শ্রান্ত তোমার ঐ শীতল বুক,
মাথা রেখেই মনে ঝড় উঠুক!

উষ্ণ তোমার নিঃশ্বাস যত,
আমার কাধেই পড়ুক ততো!
তোমার ঐ ভরা কোলে,
রাখবো মাথা নিদ্রা এলে!

তোমার ঐ ক্লান্ত কাধে রেখে মাথা,
ঘুচবে আজ ছিলো যত অব্যাক্ত ব্যথা!

যদি না পাই তোমায়

যদি না পাই তোমায়,
আমার এই ছোট্ট দুনিয়ায়!

যদি হারিয়ে ফেলি তোমায়,
এমবায় ভয় মনে ভেসে বেড়ায়!

তবে যে বিষন্নতা ঘিরেই,
রবে আমার জীবন!

সুখের দেখা পাবোনা কভু,
আষাঢ় ঘনিয়া আসবে শ্রাবণ!

ভয় হয়—
পাখির নামে উড়ে যদি আসে,
কোনো এক পাখি!

এইটুখানি হাতের মুঠোয়,
তোমায় কেমনে ধরে রাখি?

একা হাতের নাগাল না পেয়ে,
বলবো তখুনি,
"শুনছো কি কেউ?"
ও হাওয়া, বলছি তোমায়,
"ও-কে আমার করেই যেও!"

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্র কা শ নী

Website: www.ichchashakti.com